Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জামিয়া জাহান ঊর্মি

রোলঃ 2270218472309

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

জামিয়া জাহান ঊর্মি

রোলঃ 2270218472309

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে জামিয়া জাহান ঊর্মি, আইডিঃ 2270218472309 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: জিল্লুর রহমান
তাজবীদ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " সন্তানের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: জোবায়ের হাসান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

জামিয়া জাহান

(স্বাক্ষর)

জামিয়া জাহান ঊর্মি

আইডিঃ 2270218472309

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

ভূমিকা 5
সন্তান জন্মের আগে প্রস্তুতি: 7
সন্তান জন্মের আগে দু'আ করা: 7
ইসলামের আলোকে মায়ের গর্ভে থাকাকালীন শিশুর শিক্ষা পর্ব: 11
মায়ের স্বাস্থ্যগত দায়িত্ব : 14
২।সন্তান জন্মের পরপর করণীয়: 14
শুকরিয়া আদায় 14
কানে আযান দেয়া 15
তাহনিক করার অধিকার 15
সুন্দর ও অর্থবহ নাম দেওয়ার অধিকার 15
আকীকা করার অধিকার 16
নবজাতক সন্তানের স্তন্যপান করার অধিকার 16
ছেলে সন্তানের খতনা করা করানো 17
৩।সন্তান স্কুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দায়িত্ব 17
হালাল খাদ্য ও হালাল লালন-পালনের অধিকার 17
উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকার 18
স্নেহ, মমতা ও নিরাপত্তার অধিকার 18
ন্যায়বিচার ও সমান আচরণের অধিকার 18
পরিচর্যা, শিক্ষা ও ইমানি পরিবেশের অধিকার 19
ধর্মীয় শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক বিকাশ 19
সন্তান জন্মের পর থেকেই সঠিক আকীদা ও ঈমান শেখানো দায়িত্ব 19
কুরআন শিক্ষা দেওয়া এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপনে উৎসাহিত করা দায়িত্ব. 20
নামাজের অভ্যাস তৈরি করানো 20

সন্তানদের সাওম পালনের আদেশ দেয়া.....21
সুন্দর চরিত্র আখলাক গঠন করার দায়িত্ব.....21
হালাল-হারাম জ্ঞান দেয়া দায়িত্ব:.....22
ভালো পরিবেশ তৈরি করা ও খারাপ পরিবেশ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব.....22
দু'আ ও আল্লাহতা'আলার উপর তাওয়াক্কুল শেখানো:.....22
ইসলামী আদব-কায়দা শেখানো.....23
সন্তানের জন্য ন্যায্য আচরণ ও দায়িত্বশীল অভিভাবকত্ব দায়িত্ব:.....23
দুনিয়া ও আখেরাতের ভারসাম্য শেখানো দায়িত্ব:.....23
সন্তানের নৈতিক চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার দায়িত্ব :.....24
৪।সন্তানের স্কুল জীবনের গাইডলাইন:.....31
একটি সুস্থ পারিবারিক পরিবেশের নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা উচিত.....32
৫।সন্তানের কলেজ বা ইউনিভার্সিটি জীবনের গাইডলাইন :.....33
ঈমান ও নৈতিকতা দৃঢ় রাখা.....33
দুনিয়াবী ও দীনি জ্ঞানকে সমান্তরাল রাখা.....33
পড়াশোনায় শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীলতা.....34
চরিত্র ও আচরণে ইসলামের সৌন্দর্য.....34
শালীনতা ও পর্দা.....34
হালাল উপার্জন ও আর্থিক সচেতনতা.....34
স্বাস্থ্য, মানসিক শক্তি ও সময় ব্যবস্থাপনা.....35
বন্ধু নির্বাচন ও পরিবেশ.....35
কলেজ–ক্যাম্পাসের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়.....35
দোআ, ইস্তেগফার ও আল্লাহর ওপর ভরসা.....35
ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (Career Planning).....35
পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা.....36

সন্তানের উপযুক্ত বয়স হলে দ্রুত বিবাহ সম্পাদন: 36
উপসংহার 42

ভূমিকা

:সন্তান—আল্লাহ তাআলার এক অমূল্য নিয়ামত। কিন্তু তার চেয়ে বড় নিয়ামত হলো সন্তান নেককার হওয়া।
একজন মুমিনের জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় হলো, সাদকায়ে জারিয়া রূপে দুনিয়াতে নেককার সন্তান রেখে যাওয়া।

আজকের শিশু আগামীদিনের ভবিষ্যৎ,শিশুরাই দিতে পারে একটি সুন্দর পৃথিবী।তাই সুন্দর এই পৃথিবীকে গড়তে হলে,প্রয়োজন শিশুদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও উপযুক্ত পরিবেশ।

কিন্তু অনেক অভিভাবকের প্যারেন্টিং নিয়ে ধারনা না থাকায়,শিশুরা কি চায় বুঝতে পারেনা।অনেক সময় আমরা শিশুদের উপর জোড় করে অনেক কিছু চাপিয়ে দেই,যা শিশুদের জন্য হিতে বিপরীত হয়।সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে অনেক ছেলেমেয়েরাই মা-বাবার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে।এরকম অনেক ঘটনাই ঘটেছে যে সন্তানদের উপর সঠিক সংশোধন প্রক্রিয়া প্রয়োগ না করার কারণে সন্তান বাবা-মায়ের অবাধ্য হয়ে গেছে।এসব পরিস্থিতিতে নিরাশ হওয়া যাবেনা।অবশ্যই প্রত্যেকটা সমস্যার একটা সুষ্ঠু সমাধান রয়েছে।এ সমস্যার মূল কারণ কি এবং তার সমাধান কিভাবে করা যায় তা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে।

সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমরা কত কিছুই না করছি।আর সেই সন্তান যদি সত্যিকার অর্থে **মুসলিম** না হয় তাহলে আমাদেরকে আখিরাতের ময়দানে কঠিন জবাবদিহি করতে হবে এবং এই সন্তানই কিয়ামত এর দিন তার বাবা-মার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে।তাই,আমরা সন্তানের ভবিষ্যৎ নিয়ে একমূখী চিন্তা করবো না।আমাদের উদ্দেশ্য সন্তানদের নিয়ে একটি সুখী ও সুন্দর পরিবার গঠন এবং একই সাথে একটি সুন্দর সমাজ ও দেশ গঠন, যাতে এই পৃথিবীতেও সফল হওয়া যায় এবং একই সঙ্গে পরকালেও সফল হওয়া যায়।
সন্তান প্রতিপালনের ৬টি ধাপ নিয়ে আলোচনা করছি

- সন্তানের জন্মের আগে প্রস্তুতি
- সন্তান জন্মের পরপর করণীয়
- সন্তান স্কুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দায়িত্ব
- সন্তানের স্কুল জীবনের গাইডলাইন

- সন্তানের কলেজ বা ইউনিভার্সিটি জীবনের গাইডলাইন
- সন্তানের শিক্ষাজীবন এর পরবর্তী দায়িত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে সন্তান—একটি আল্লাহর আমানত।ইসলামে সন্তানকে শুধুমাত্র পারিবারিক আনন্দ বা বংশবিস্তার হিসেবে দেখা হয় না; বরং সন্তানকে একটি দায়িত্ব, পরীক্ষা, এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত পবিত্র আমানত হিসেবে গণ্য করা হয়। পিতা-মাতার ওপর আল্লাহতা'লা যে দায়িত্বসমূহ নির্ধারণ করেছেন, সন্তান পালন সেই দায়িত্বগুলোর মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সন্তান আল্লাহর দান ও হিদায়াতের অংশ

আল্লাহ তাআলা বলেন—

﴿يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ﴾

"আল্লাহ যাকে ইচ্ছা কন্যাসন্তান দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা পুত্রসন্তান দান করেন।"

— সূরা আশ-শূরা, 42:49

এ আয়াত স্পষ্ট করে যে সন্তান অর্জন মানুষের সামর্থ্য নয়; বরং এটি আল্লাহর হেবা (উপহার)। উপহার মানে আমানত—যা সঠিকভাবে রক্ষা করতে হয়।

সন্তান একটি পরীক্ষা (Fitnah)

কুরআনে সন্তানকে পরীক্ষা বলে উল্লেখ করা হয়েছে:

﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾

"তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানসমূহ পরীক্ষা মাত্র।"

— সূরা আত-তাগাবুন, 64:15

পরীক্ষার অর্থ: আল্লাহ দেখবেন পিতা-মাতা সন্তানকে কীভাবে লালন-পালন করেন—সঠিক পথে না বিপথে।

পিতা-মাতা সন্তানদের ইসলামী জীবন গঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত:

﴿قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

"তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।"

— সূরা আত-তাহরীম, 66:6

এ আয়াত প্রমাণ করে যে সন্তানদের ঈমান, আমল, নৈতিকতা রক্ষার দায়িত্ব আল্লাহ পিতা-মাতার ওপর অর্পণ করেছেন।

প্রত্যেক মানুষ দায়িত্বশীল—সন্তান সম্পর্কে জবাবদিহি হবে

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন—

"তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে।"

— সহিহ বুখারি

পিতা সন্তানের অভিভাবক; কিয়ামতের দিনে তার ব্যাপারে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন।

সন্তানকে ভালো শিক্ষা না দেওয়া হলে পিতা-মাতা দায়ী থাকবে

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরও বলেন—

"পিতা তার সন্তানকে উত্তম চরিত্রের চেয়ে বড় কোনো দান দিতে পারে না।"

— তিরমিজি, আদব অধ্যায়

অর্থাৎ সন্তানকে নৈতিক-আধ্যাত্মিকভাবে গড়ে তোলা একটি আমানত।

সন্তান জন্মের পূর্ব মুহূর্ত থেকেই তার অধিকার শুরু হয়

ইসলামে সন্তানের অধিকার শুধু লালন-পালন নয়,বরং গর্ভে আসার পর থেকেই শুরু

১।সন্তান জন্মের আগে প্রস্তুতি:

শিশু লালনপালন একদিকে যেমন আনন্দদায়ক আবার অন্যদিকে জটিলও।অনেকসময় শত চেষ্টা ও কষ্ট করা সত্ত্বেও সন্তানকে নিয়ে আমাদের আশা পূরণ হয়না।কারণ, শিশুর সঠিক লালনপালন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন -জ্ঞান,অভিজ্ঞতা,দক্ষতার যথার্থ ব্যবহার।সন্তান জন্মের আগে থেকেই সন্তান প্রতিপালনের প্রস্তুতি নিতে হবে।এ প্রস্তুতির পরিসর বড়,কিন্তু অসম্ভব কিছু নয়।প্রয়োজন শুধু লেগে থাকার মানসিকতা।

সন্তান জন্মের আগে দু'আ করা:

গর্ভে শিশুর জন্য দোয়া করা নবীদের সুন্নত।মায়ের দোয়া সন্তানের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারে।

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَاءِ ۞

রব্বি হাবলী মিন লাদুনকা যুররিয়্যাতান তইয়্যিবাতান ইন্নাকা সামীউদ দু'আ

হে রব! আমাকে তুমি তোমার নিকট হতে নেক বংশধর দান কর। নিশ্চয়ই তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী।

সূরা আলে ইমরান

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّا تِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ إِمَاماً ۞

রাব্বানা হাব্ লানা মিন্ আয্ওয়াজ্বিনা ওয়া যুররিইয়্যাতিনা ক্বুরওয়াতা আ'ইউনিওঁ ওয়াজ্ব'আলঅনা লিল্ মুত্তাক্বিনা ইমামা।

হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে এমন স্ত্রী-সন্তান দান কর যাদের দর্শনে আমাদের চক্ষুশীতল হয়ে যাবে। তুমি আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের ইমাম (অভিভাবক) বানিয়ে দাও।
সূরা আল-ফুরকান আয়াত নং: ৭৪

بِسْمِ اللَّهِ ، اللَّهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ ، وَجَنِّبْ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا

বাংলা উচ্চারণ : বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা জান্নিবনাশ শায়ত্বানা, ওয়া জান্নিবিশ শায়ত্বানা মা রাজাক্বতানা।

অর্থ : 'হে আল্লাহ! তোমার নামে আরম্ভ করছি। তুমি আমাদের নিকট হতে শয়তানকে দূরে রাখ। আমাদেরকে তুমি যে সন্তান দান করবে — তার থেকেও শয়তানকে দূরে রাখো।'

একজন মুমিনের জীবনের শ্রেষ্ঠ সঞ্চয় হলো, সাদকায়ে জারিয়া রূপে দুনিয়াতে নেককার সন্তান রেখে যাওয়া।তাই পূর্ববর্তী আল্লাহ ওয়ালারা নেক সন্তানের ন্যায় এই উত্তম নিয়ামতের জন্য মন খুলে আল্লাহর কাছে দু'আ প্রার্থনা করে যেতেন।
আমাদেরও উচিত তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে, একইভাবে নিজেদের ক্ষেত্রেও এই দু'আ গুলো করে যাওয়া।

ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আ-

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নেককার সন্তান দান করুন। ➡(সুরা আস-সাফফাত, আয়াত ১০০)

হযরত ইমরানের স্ত্রী, মারিয়াম (আঃ)-এর জন্মের পর তাঁর জন্য যে দু'আ করেছিলেন-

اِنِّیۡۤ اُعِیۡذُهَا بِكَ وَ ذُرِّیَّتَهَا مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ

অর্থ: আমি তাকে ও তার সন্তানগণকে বিতাড়িত শাইতান হতে আপনার (আল্লাহর) আশ্রয়ে সমর্পন করলাম। ➡(সূরা মারিয়াম, আয়াত ৩৬)

যাকারিয়া (আঃ)-এর দু'আ-

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে একাকী (সন্তানহীন) করে রেখো না, আর তুমি তো সর্বশ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। ➡(সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৯)

যাকারিয়া (আঃ)-এর আরেকটি দু'আ-

فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا • وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا

অর্থ: সুতরাং আপনি আমাকে আপনার পক্ষ থেকে একজন উত্তরাধিকার দান করুন। আর হে আমার প্রতিপালক! তাকে সন্তুষ্ট (আপনার পছন্দনীয়) বানান।➡(সুরা মারইয়াম, আয়াত ৫–৬)

ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আ-

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! আমাকে নামাজ আদায়ক বানান এবং আমার বংশধরদের মধ্য থেকেও। হে আমাদের প্রতিপালক! আমার দো'আ কবুল করুন।
➡(সুরা ইবরাহিম, আয়াত ৪০)

ইবাদুর রহমানের দু'আ-

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের থেকে আমাদের চোখের শীতলতা দান করুন এবং আমাদের মুত্তাকীদের নেতা বানান।
➡(সুরা ফুরকান, আয়াত ৭৪)

ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আ-

رَبِّ اجْعَلْ هَـذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الأَصْنَامَ

অর্থ: হে আমার প্রতিপালক! এই শহরকে নিরাপদ করুন এবং আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন। ➡(সুরা ইবরাহিম, আয়াত ৩৫)

ইবরাহীম (আঃ)-এর দু'আ-

رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক! তারা যেন নামাজ প্রতিষ্ঠা করে, অতএব কিছু মানুষের অন্তর তাদের প্রতি আকৃষ্ট করে দাও এবং ফল-ফলাদি দ্বারা তাদের জীবিকা দান করো, যাতে তারা কৃতজ্ঞ হয়।
➡(সুরা ইবরাহিম, আয়াত ৩৭)

রাসূল ﷺ-এর দু'আ (হাসান ও হুসাইন রা. এর জন্য পড়তেন)-

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

অর্থ: আমি তোমাদের দুজনকে আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ কালেমার মাধ্যমে প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী ও কুদৃষ্টি থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় দিচ্ছি।
➡(সহীহ বুখারি, হাদিস ৩৩৭১)

সন্তানের জন্য সাধারণ দু'আ-

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ بَارًّا تَقِيًّا وَأَنْبِتْهُ نَبَاتًا حَسَنًا، وَاجْعَلْهُ قُرَّةَ عَيْنٍ لِوَالِدَيْهِ

অর্থ: হে আল্লাহ! তাকে ধার্মিক, পরহেজগার বানান, তাকে উত্তমভাবে বেড়ে উঠতে দিন এবং তাকে তার পিতামাতার চোখের শীতলতা বানান।
➡(আল-মুআজাম আল-কাবীর, ইমাম তাবারানি)

যাকারিয়া (আঃ)-এর আরেকটি দু'আ-

رَبِّ هَبْ لِىْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ۚ اِنَّكَ سَمِيْعُ الدُّعَآءِ

অর্থ: হে আমার রাব্ব! আমাকে আপনার নিকট হতে পবিত্র সন্তান প্রদান করুন, নিশ্চয়ই আপনি প্রার্থনা শ্রবণকারী। ➡(সূরা আল ইমরান, আয়াত ৩৮)

اِذْ قَالَتِ امْرَاَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ اِنِّىْ نَذَرْتُ لَكَ مَا فِىْ بَطْنِىْ مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّىْ ۚ اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿٣٥﴾اذ قالت امرات عمرن رب انى نذرت لك ما فى بطنى محررا فتقبل منى انك انت السميع العليم ﴿٣٥﴾
যখন ইমরানের স্ত্রী বলেছিল, ‘হে আমার রব, আমার গর্ভে যা আছে, নিশ্চয় আমি তা খালেসভাবে আপনার জন্য মানত করলাম। অতএব, আপনি আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ’।
সূরা আল ইমরান:আয়াত ৩৫

ইসলামের আলোকে মায়ের গর্ভে থাকাকালীন শিশুর শিক্ষা পর্ব:

গর্ভকালীন সময়কে ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বসহকারে দেখেছে। এ সময়েই শিশুর শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি তৈরি হতে শুরু করে। ইসলাম মা-বাবাকে নির্দেশ দিয়েছে যেন এ সময় তারা উত্তম আচার, ইবাদত, দোয়া ও হালাল-হারামের বিষয়ে সচেতন থাকে।

গর্ভধারণের আগেই শিশুর ভাগ্য ও আত্মার সৃষ্টি:
ক. নফস (আত্মা) দান
হাদীসে আছে—
"নব্বই বা একশ বিশ দিনের মাথায় আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন, যিনি শিশুর রূপ তৈরি করেন... তারপর তার রিজিক, আমল, আয়ু ও সুখী-দুঃখীর লিখন করেন।"

— সহিহ বুখারি, সহিহ মুসলিম
এ থেকে বোঝা যায় শিশুর আধ্যাত্মিক যাত্রা গর্ভেই শুরু।

গর্ভে থাকা শিশুর উপর মায়ের চরিত্রের প্রভাব:
ইসলাম বলে—মায়ের প্রতিটি কাজ, কথা, আচরণ ও অনুভূতি সন্তানের ওপর প্রভাব ফেলে।
ক. মায়ের আচরণ:মায়ের রাগ, দুঃখ, ভয়, চিন্তা—সবকিছু শিশুর মনস্তত্ত্বে প্রভাব ফেলে। তাই ইসলাম শান্ত, প্রশান্ত ও তাকওয়াপূর্ণ জীবনযাপনের নির্দেশ দেয়।
খ. মায়ের ইবাদত:গর্ভবতীর ইবাদতের সওয়াব বৃদ্ধি পায়, এবং তার ইবাদত শিশুর রূহকে পবিত্র করে।
হাদীস:
"গর্ভবতী নারীর জন্য রোজ-রাত ইবাদত ও আল্লাহর পথে রোজা রাখার সওয়াব রয়েছে।"
(দুর্বল সূত্র হলেও ফকিহরা গর্ভবতীকে ইবাদত বাড়াতে উৎসাহ দিয়েছেন)

গর্ভে শিশুর শিক্ষার প্রধান উপায়সমূহ:
হালাল রিজিক গ্রহণ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)
ইসলামে হালাল খাদ্য মা–শিশু উভয়ের নৈতিকতা, চরিত্র ও আধ্যাত্মিক গঠনকে প্রভাবিত করে।
কুরআন:

“হে রাসূলগণ! তোমরা পবিত্র ও হালাল খাদ্য গ্রহণ কর।”
— সূরা মুমিনুন, ২৩:৫১

শিশুর রূহে নুরানিয়াত সঞ্চারের প্রথম ধাপ—মায়ের হালাল খাদ্য।

কুরআন তিলাওয়াত ও শ্রবণ:
মায়ের কুরআন পড়া, শোনা ও বোঝা শিশুর উপর গভীর প্রভাব ফেলে।
আধুনিক গবেষণাতেও প্রমাণ পাচ্ছে যে গর্ভস্থ শিশু শব্দ চিনতে পারে।

পবিত্র জীবনযাপন ও গুনাহ হতে বিরত থাকা:
ইসলাম গর্ভাবস্থায় মা–বাবাকে গুনাহ, অসত্য, খারাপ সঙ্গ, মন্দ কথাবার্তা থেকে দূরে থাকতে বলে।

কারণ এগুলো শিশুর নৈতিক গঠনে প্রভাব ফেলে।

পিতার প্রভাব:শুধু মা নয়—পিতার নৈতিকতা, আচার-ব্যবহার, ইবাদত ও উপার্জনের হালাল–হারামও শিশুর ভবিষ্যৎ চরিত্রে প্রভাব ফেলে।
হাদীস:
"পিতা তার সন্তানের জন্য উত্তম চরিত্র ছাড়া কোনো বড় দান করতে পারে না।" — তিরমিজি

গর্ভে থাকা শিশুকে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মান
কুরআনে গর্ভধারণকে "দুরূহ ও সম্মানিত দায়িত্ব" বলা হয়েছে।
"মা সন্তানকে কষ্টের পর কষ্টে বহন করে।"
— সূরা লুকমান ৩১:১৪

"মায়ের গর্ভই শিশুর প্রথম মাদ্রাসা।

গর্ভাবস্থায় নিষিদ্ধ ও অপছন্দনীয় কাজ:
ইসলামের নির্দেশ অনুযায়ী মা-বাবা যেন—

- হারাম খাদ্য থেকে বাঁচে
- ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলে
- ভয়, উত্তেজনা, গালিগালাজ, বদ–আচরণ পরিহার করে
- অশ্লীলতা দেখা/শোনা না করে
- নেশা বা ক্ষতিকর খাদ্য না নেয়

এগুলো শিশুর মানসিক গঠনে ক্ষতি করে।

ইসলাম গর্ভকালীন সময়কে প্রথম ও অতি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা পর্ব হিসেবে গণ্য করে।
এ সময়ের মা–বাবার তাকওয়া, ইবাদত, চরিত্র ও খাদ্য—সবকিছু শিশুর ভবিষ্যৎ নৈতিকতা, আধ্যাত্মিকতা, চরিত্র, মানসিকতা ও আচরণের ভিত্তি গড়ে।

মায়ের স্বাস্থ্যগত দায়িত্ব :

১।ডাক্তার দ্বারা নিয়মিত চেক আপ করানোর চেষ্টা করা
২।গর্ভবতী মায়ের উপর কোন রকমের শারীরিক কিংবা মানষিক চাপ সৃষ্টি না করা
৩।পারিবারিক কলহ থেকে দূরে থাকা
৪।সবার সাথে হাসিখুশিভাবে কথা বলা
৫।মাঝেমধ্যে বাইরে কোথাও হাটাহাটি করা কিংবা বের হওয়া,এতে মন ভালো থাকে ও শরীর ও সুস্থ থাকে।
৬।প্রতিদিন গোসল করা এবং নিজের শরীরের প্রতি যত্ন নেয়া।
৭।সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা।
৮।এ সময় বেশি করে পানি পান করা।
৯।গর্ভাবস্থায় সবসময় ঢিলাঢালা পোশাক পরিধান করা।
১০।কারো সাথে খারাপ ব্যবহার কিংবা ঝগড়াঝাটি না করা
১১।পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং তেলেভাজা ক্ষতিকর খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।
১২।নিয়মিত হাল্কা এ সময়ের উপযোগী শরীরচর্চা করা।
১৪।রাতে দ্রুত ঘুমিয়ে যাওয়া এবং তাহাজ্জুদের সময় উঠে তাহাজ্জুদ আদায় করা।
১৫।ডিজিটাল ডিভাইস(ফোন,টিভি,ল্যাপটপ)ইত্যাদি প্রয়োজন ছাড়া অযথা ব্যবহার না করা।

২।সন্তান জন্মের পরপর করণীয়:

ইসলামে সন্তান জন্মের মুহূর্ত থেকেই তার বিভিন্ন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।এসব অধিকার পালন করা শুধু মানবিক দায়িত্ব নয়,বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে অর্পিত ফরজসম দায়িত্ব।
নিম্নে জন্মের পর সন্তানের প্রধান প্রধান অধিকারগুলো কুরআন–হাদীসের আলোকে আলোচনা করা হলো।

১। শুকরিয়া আদায়

সন্তান জন্মের সুসংবাদ শোনার পর আল্লাহতালার শুকরিয়া আদায় করা উচিত।সম্ভব হলে ২রাকাত নফল নামায আদায় করা উচিত।
শিশু ভুমিষ্ঠ হওয়ার পরে আল্লাহতা'আলার নিকট বদনজর থেকে বেচে থাকার জন্য দু'আ করা উচিত এবং আল্লাহতা'আলার নিকট আশ্রয় চাওয়া উচিত।

২। কানে আযান দেয়া

সন্তান ছেলে হোক মেয়ে হোক ভূমিষ্ট হওয়ার পর ডান কানে আযান দেওয়া সুন্নত।
কিন্তু দেখা যায়, অনেক মানুষ ছেলে হলে কানে আযান দেয় কিন্তু মেয়ে হলে দেয় না।এটা ঠিক নয়। এক্ষেত্রে ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তানের মাঝে কোন পার্থক্য নেই। এছাড়া অনেকে তো এ আমলটির ব্যাপারেই অবহেলা করেন, যা একেবারেই অনুচিত।

নবজাতকের কানে আযান দেওয়া সুন্নাত। আবু রাফি (রা) বলেন:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَذَّنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وَلَدَتْهُ فَاطِمَةُ بِالصَّلَاةِ

“আমি দেখলাম, ফাতেমা (রা) যখন হাসানকে জন্ম দিলেন তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ হাসানের কানে নামাযের আযানের মত আযান দিলেন।”

৩। তাহনিক করার অধিকার

নবজাতকের মুখে খেজুর বা মিষ্টি কিছু চুষিয়ে দেওয়া সুন্নাহ।
এটি শিশুর জন্য বরকত ও দোয়ার মাধ্যম।
হাদীস
আনাস (রা.) বলেন—
“রাসূল ﷺ নবজাতককে নিয়ে তাহনিক করতেন এবং তার জন্য দোয়া করতেন।”
— সহিহ বুখারি

৪।সুন্দর ও অর্থবহ নাম দেওয়ার অধিকার

সন্তানের ভালো নাম রাখা পিতা-মাতার দায়িত্ব। নাম মানুষের পরিচয়ের অংশ এবং আখরাতে তার মাধ্যমে ডাকা হবে।সুন্দর ইসলামিক অর্থপূর্ণ নাম রাখতে হবে কেননা,নামের প্রভাব মানুষের জীবনে পরে।

রাসূল ﷺ বলেন—
“তোমরা তোমাদের সন্তানদের সুন্দর নাম দাও।”

— নসায়ী, আদব অধ্যায়

আরও বলেন—

“কিয়ামতের দিন তোমাদেরকে তোমাদের নাম ও পিতার নামে ডাকা হবে।”

— সহিহ মুসলিম

৫। আকীকা করার অধিকার

নবজাতকের জন্ম উপলক্ষে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আকীকা করতে হবে।আকিকা করতে হয় সন্তান জন্মের ৭ম দিনে,সেদিন সম্ভব না হলে ১৪তম দিনে,সেটিও সম্ভব না হলে ২১তম দিনে।এই কুরবানী আল্লাহর হক্ক।অর্থাৎ,সন্তান হয়েছে এবং মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য পশু কুরবানী দিয়ে আল্লাহতা'আলার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

- ছেলে: দুইটি ছাগল/ভেড়া
- মেয়ে: একটি ছাগল/ভেড়া

হাদীস

রাসূল ﷺ বলেন—

“প্রত্যেক শিশুকে তার আকীকাহর মাধ্যমে বন্ধনমুক্ত করা হয়।”

— আবু দাউদ, হাদীস 2838

এ গোশত আত্মীয় স্বজন,প্রতিবেশী ও গরীব দু:খীদের মাঝে বিতরণ করা যেতে পারে।

৬।নবজাতক সন্তানের স্তন্যপান করার অধিকার

সন্তানের প্রাথমিক খাদ্য ও স্বাস্থ্যরক্ষায় স্তন্যপান অত্যাবশ্যক; ইসলাম এটিকে সন্তানের অধিকার হিসেবে ঘোষণা করেছে।

কুরআন

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ﴾

“মায়েরা তাদের সন্তানদের সম্পূর্ণ দুই বছর দুধ পান করাবে।”

— সূরা বাকারা, 2:233

স্তন্যপান শুধু খাদ্য নয়, বরং শিশুর মানসিক নিরাপত্তার অংশ।

৭।ছেলে সন্তানের খতনা করা করানো

খতনা করা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। এটি শিআরে ইসলাম অর্থাৎ ইসলামের মৌলিক নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ফিতরাত (তথা নবীগণের সুন্নত) পাঁচটি : খতনা করা, নাভীর নিচের পশম পরিষ্কার করা, বগলের পশম উঠানো, মোঁচ ছোট করা এবং নখ কাটা।-সহীহ বুখারী, হাদীস : ৬২৯৭

শারীরিকভাবে শক্ত-সামর্থ্যবান হওয়ার পরই সুবিধাজনক সময় ছেলের খতনা করিয়ে দেওয়া অভিভাবকের দায়িত্ব। আর কোনো কারণে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগে যদি খতনা না করা হয় অথবা বয়স্ক হওয়ার পর কেউ ইসলাম গ্রহণ করে তাহলেও তার খতনা করা জরুরি। অতএব প্রশ্নোক্ত নবমুসলিমকেও খতনা করে নিতে হবে।

ইবনে শিহাব যুহরী রাহ. বলেন, কোনো ব্যক্তি যখন ইসলাম গ্রহণ করত তখন সে বড় হলেও তাকে খতনা করার আদেশ করা হত। -আলআদাবুল মুফরাদ, হাদীস : ১২৫২

খতনার উত্তম সময়ের ব্যাপারে ফকীহগণ বলেন, শিশুর শারীরিক উপযুক্ততা ও তার বালেগ হওয়ার কাছাকাছি বয়সে পৌঁছার আগেই বা এর মাঝামাঝি সময়ে যেমন, ৭-১০ বছর বা অনুর্ধ্ব ১২ বছরের মধ্যে করে নেওয়া উত্তম।

আর খতনা উপলক্ষ্যে কোনো অনুষ্ঠানের আয়োজন করার প্রমাণ নেই। তাছাড়া বর্তমানে যে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের রেওয়াজ শুরু হয়েছে তা অবশ্যই বর্জনীয়। এছাড়া এতে গান-বাদ্য ইত্যাদি শরীয়তবিরোধী কোনো কিছু থাকলে তা তো সম্পূর্ণ নাজায়েয হবে।

৩।সন্তান স্কুলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত দায়িত্ব

১।হালাল খাদ্য ও হালাল লালন-পালনের অধিকার

সন্তানের দেহ যাতে হারাম দ্বারা গঠিত না হয়, তা নিশ্চিত করা ফরজ।
কুরআন

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا﴾

“হে মানুষ! তোমরা পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র জিনিস খাও।”
— সূরা বাকারা, 2:168

অতএব শিশুর খাদ্য, দুধ, ও পরিবেশ হালাল হওয়া সন্তানের অধিকার।

২।উত্তরাধিকার পাওয়ার অধিকার

শিশু জন্মের মুহূর্ত থেকেই সে পারিবারিক উত্তরাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ﴾

"পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে পুরুষের অংশ আছে।"

— সূরা নিসা, 4:7

এ বিধান নারী-পুরুষ উভয়ের অধিকার সংরক্ষণ করে।

৩।স্নেহ, মমতা ও নিরাপত্তার অধিকার

সন্তান কঠোরতা নয়, মমতা পাওয়ার অধিকারী।

হাদীস

রাসূল ﷺ বলেন—

"যে দয়া করে না, তার প্রতি দয়া করা হবে না।"

— সহিহ মুসলিম

আরও বলেন—

"ছোটদের প্রতি দয়া না করা ও বড়দের সম্মান না করা আমার উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত নয়।"

— তিরমিজি

সন্তানের মানসিক নিরাপত্তা—এটি ইসলামে অত্যন্ত জোরালোভাবে উল্লেখিত।

৪।ন্যায়বিচার ও সমান আচরণের অধিকার

সন্তানদের সঙ্গে বৈষম্যমূলক আচরণ ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে।

হাদীস

রাসূল ﷺ বলেন—

"সন্তানদের মধ্যে সমতা বজায় রাখো।"

— সহিহ বুখারি

৫।পরিচর্যা, শিক্ষা ও ইমানি পরিবেশের অধিকার

যদিও বিস্তারিত শিক্ষা পরবর্তী বয়সে আসে, জন্মের পর থেকেই ভালো পরিবেশ, পবিত্র নাম, দোয়া, মমতা—সবই শিশুর অধিকার।

﴿قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾

"তোমরা নিজেদের ও পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।"
— সূরা আত-তাহরীম, 66:6
এ আয়াত শিশুদের ইসলামী পরিবেশে বড় করার দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়।

৬।ধর্মীয় শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক বিকাশ

:ইসলামের আলোকে সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক বিকাশে পিতা–মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য স্পষ্ট, প্রামাণ্য ও রেফারেন্সসহ তুলে ধরা হলো। চাইলে এটিকে আপনি গবেষণাপত্র বা থিসিসের অধ্যায় আকারেও বিস্তৃত করতে পারবেন।

ইসলামের আলোকে সন্তানের ধর্মীয় শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক বিকাশে পিতা–মাতার দায়িত্ব ও কর্তব্য
ইসলামে সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি আমানত। এই আমানতের সঠিক হক আদায়ের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ পিতা-মাতাকে সন্তানের সঠিক দ্বীনী শিক্ষা, আখলাক গঠন, এবং আধ্যাত্মিক বিকাশের নির্দেশ দিয়েছেন। সন্তানের প্রথম বিদ্যালয় হলো পরিবার, আর প্রথম শিক্ষক পিতা–মাতা।

৭।সন্তান জন্মের পর থেকেই সঠিক আকীদা ও ঈমান শেখানো দায়িত্ব

সন্তানকে তাওহীদের শিক্ষা দেওয়া।
আল্লাহকে একমাত্র উপাস্য হিসেবে পরিচয় করানো।
নবীজি ﷺ–এর প্রতি ভালোবাসা ও অনুগত হওয়ার শিক্ষা দেওয়া।

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা করো..."

— সূরা আত-তাহরীম: ৬

রাসুল ﷺ বলেছেন—
“প্রত্যেক মানুষ ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে; পরে তার পিতা-মাতাই তাকে ইহুদি, নাসারা বানায়।”
— সহিহ বুখারি, মুসলিম
অর্থ: সন্তানকে সঠিক ঈমানের পথে রাখার দায়িত্ব পিতা-মাতার।

৮।কুরআন শিক্ষা দেওয়া এবং কুরআন-সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপনে উৎসাহিত করা দায়িত্ব

সন্তানকে কুরআন পড়তে শেখানো।
কুরআনের আদেশ-নিষেধ বুঝতে সাহায্য করা।
সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন গঠনে প্রশিক্ষণ দেওয়া।

“তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সে ব্যক্তি, যে কুরআন শেখে এবং তা অন্যকে শেখায়।”
— সহিহ বুখারি
সন্তানকে কুরআন শেখানো পিতা-মাতার সর্বোচ্চ দায়িত্বসমূহের অন্যতম।

৯।নামাজের অভ্যাস তৈরি করানো

দায়িত্ব:

- ৭ বছর বয়সে নামাজ শেখানো।
- ১০ বছর বয়সে নিয়মিত নামাজের অভ্যাস জোরদার করা।

নামাজের পরিবেশ সৃষ্টি করা।

রাসুল ﷺ বলেছেন—
“তোমরা সন্তানদের সাত বছর বয়সে নামাজের নির্দেশ দাও, আর দশ বছর বয়সে নামাজ না পড়লে তাদের প্রতি শিথিল প্রহার করতে পারো।”
— সুনান আবু দাউদ

১০।সন্তানদের সাওম পালনের আদেশ দেয়া

রোযা রাখতে সক্ষম ছোট শিশুদেরকে রোযা রাখতে আদেশ করা, উৎসাহ দিয়ে তাদেরকে এই বিরাট ইবাদতে অভ্যাসী করা এবং তার জন্য উদ্বুদ্ধকারী পুরস্কার ও উপহার নির্ধারিত করা।

মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর সাহাবাগণ নিজ নিজ ছোট বাচ্চাদেরকে রোযা রাখতে আদেশ দিতেন। রুবাইয়ে' বিন্তে মুআওবিয (রাঃ) বলেন, আশূরার সকালে আল্লাহর রসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) মদ্বীনার উপকণ্ঠে অবস্থিত আনসারদের মহল্লায় বলে পাঠালেন যে, "যে ব্যক্তি ফজরের আগে থেকেই রোযা রেখেছে, সে যেন তার রোযা পূরণ করে। আর যে ব্যক্তির রোযা না রেখে ফজর হয়েছে, সেও যেন বাকী দিন রোযা রাখে।" সুতরাং আমরা তার পর থেকে রোযা রাখতাম। আমাদের ছোট শিশুদেরকে -আল্লাহর ইচ্ছায়- রোযা রাখাতাম এবং তাদেরকে নিয়ে মসজিদে যেতাম। তাদের জন্য তুলো দ্বারা পুতুল গড়তাম।তাদের কেউ খাবারের জন্য কাঁদতে লাগলে তাকে ঐ পুতুল দিতাম। আর এইভাবে ইফতারের সময় হয়ে যেত। অন্য এক বর্ণনায় আছে,আমরা তাদেরকে ঐ খেলনা দিতাম, যাতে তারা ভুলে থাকে এবং খেলার ঘোরে তাদের রোযা পূর্ণ করতে পারে।

১১।সুন্দর চরিত্র আখলাক গঠন করার দায়িত্ব

- সত্য কথা বলা শেখানো।
- শিষ্টাচার, নম্রতা, ধৈর্য, দয়া ইত্যাদি গুণ শেখানো।
- মন্দ সঙ্গ, খারাপ কাজ, অহংকার থেকে দূরে রাখা।
-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়নীতি, সৎকর্ম এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন।"
— সূরা নাহল: ৯০

"তোমাদের মধ্যে উত্তম সে ব্যক্তি, যার চরিত্র উত্তম।"
— সহিহ বুখারি

১২।হালাল-হারাম জ্ঞান দেয়া দায়িত্ব:

সন্তানের খাদ্য-পানীয়, পোশাক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে হালাল নিশ্চিত করা।
হারাম থেকে দূরে রাখার শিক্ষা দেওয়া।
কুরআন:
"হে রাসূলগণ! হালাল ও পবিত্র জিনিস খাও..."
— সূরা মু'মিনূন: ৫১

১৩।ভালো পরিবেশ তৈরি করা ও খারাপ পরিবেশ থেকে রক্ষা করার দায়িত্ব

ইসলামের দৃষ্টিতে শিশু প্রতিপালনের উদ্দেশ্য কেবল দৃঢ় মানসিকতা সম্পন্ন সফল এক প্রজন্ম গড়ে তোলা নয় বরং এর উদ্দেশ্য হলো এমন এক আমলদার মুমিন প্রজন্ম গড়ে তোলা যাদের জীবনের লক্ষ্য হবে -মানুষকে আল্লাহর পথে ডাকা এবং দুনিয়ার বুকে দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা।এটা কেবল তখনই সম্ভব হবে যখন তাদের মাঝে এই ইসলামি মূল্যবোধ ও চেতনার বিকাশ ঘটবে।
সন্তান প্রতিপালনে আমাদের চারপাশের সমাজ আমাদের প্রভাবিত করে।তাই,ভালো দ্বীনি পরিবেশে সন্তানকে লালন পালনের চেষ্টা করতে হবে।একই সাথে বাড়িতেও ইসলামী পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।
নৈতিকভাবে ক্ষতিকর মিডিয়া, সঙ্গ ও পরিবেশ থেকে সন্তানের সুরক্ষা করতে হবে।
বাবা-মা ছাড়াও পরিবারের বাকি সদস্যদের আচার আচরণ ও শিশুর বিকাশে ভূমিকা পালন করে।তাই,সুস্থ দ্বীনি পরিবেশ সন্তানের জন্য নিশ্চিত করতে হবে।

১৪।দু'আ ও আল্লাহতা'আলার উপর তাওয়াক্কুল শেখানো:

সন্তানকে ছোট ছোট দুআ শেখানো উচিত ছোট থেকেই,আর এটি মা-বাবারই শিখানো উচিত।এতে যতদিন শিশু এই দু'আ করবে সাদকায়ে জারিয়া হিসেবে পিতা-মাতা সওয়াব পাবে।এত বড় নেকি পাওয়ার সুযোগ কারোরই হাতছাড়া করা উচিত নয়।
ছোট থেকেই সন্তানকে লক্ষ্য নির্ধারণে সাহায্য করতে হবে।আমাদের একমাত্র লক্ষ্য আল্লাহতা'আর সন্তুষ্টি নিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করা-তা বাচ্চাকে একদম ছোট থেকেই অন্তরে গেথে দিতে হবে।

তাছাড়াও আল্লাহর উপর ভরসা করা, কৃতজ্ঞতা,শুকরিয়া আদায়,সবর শেখানো-এগুলো ছোট থেকেই শিখানো উচিত।
যেকোনো বিপদে যেন বাচ্চা ছোট থেকেই কেবল আল্লাহমুখী হয়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য চায় তা শিশুকাল থেকেই শিশুর অন্তরে গেথে দিতে হবে।

"আর তোমার প্রতিপালক বললেন, আমাকে ডাক; আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব।"
— সূরা গাফির: ৬০

১৫।ইসলামী আদব-কায়দা শেখানো

দায়িত্ব:
সালাম দেওয়া, দোয়া পাঠ, খাওয়ার আদব, কথার শিষ্টাচার শেখানো।
পর্দা,আচরণ, বড়দের সম্মান শেখানো।

"ছোটদের প্রতি দয়া না করা এবং বড়দের সম্মান না করা আমাদের দলভুক্ত নয়।"
— সুনান তিরমিযী

১৬।সন্তানের জন্য ন্যায্য আচরণ ও দায়িত্বশীল অভিভাবকত্ব দায়িত্ব:

সকল সন্তানকে সমান ভালোবাসা ও অধিকার দেওয়া।
সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক চাহিদা পূরণ করা।

"তোমরা সন্তানদের প্রতি ন্যায়বিচার কর।"
— সহিহ মুসলিম

১৭।দুনিয়া ও আখেরাতের ভারসাম্য শেখানো দায়িত্ব:

শুধু দুনিয়াবী শিক্ষা নয়—আখেরাতমুখী জীবনবোধও গড়ে তোলা।আল্লাহভীতি, তাকওয়া, পরহেজগারির প্রশিক্ষণ।

“এবং তুমি দুনিয়া থেকে তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।”
— সূরা কাসাস: ৭৭

ইসলামে পিতা-মাতার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো সন্তানকে সঠিক দ্বীনী শিক্ষা, নবী ﷺ–এর সুন্নাহ অনুযায়ী জীবনযাপন, এবং আখিরাতমুখী চিন্তা–চেতনায় গড়ে তোলা। এগুলো কেবল পারিবারিক দায়িত্ব নয়—এটি আল্লাহর নিকট জবাবদিহির বিষয়।

১৮।সন্তানের নৈতিক চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার দায়িত্ব :

সন্তানের নৈতিক চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও এটি মাতা-পিতার জন্য রবের দেয়া দায়িত্বপূর্ণ এক আমানত। সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি পরীক্ষা (فتنة) এবং নেয়ামত। তাই তাদের ঈমান, আমল ও চরিত্রকে সঠিক পথে গড়ে তোলা পিতা-মাতার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। নিচে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিষয়টি বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হলো—

ইসলামের আলোকে সন্তানের নৈতিক চরিত্র গঠনে পিতা-মাতার দায়িত্ব

১. সন্তানকে ঈমান-আকীদার সঠিক শিক্ষা দান
নৈতিক চরিত্রের ভিত্তি সঠিক ঈমান। তাই প্রথম দায়িত্ব সন্তানকে তাওহিদ, রিসালাত ও আখেরাত সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান দেয়া

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো...” — সূরা আত-তাহরীম ৬
হাদীস:
রাসুল ﷺ বলেন— “প্রত্যেক শিশু ফিতরার উপর জন্মায়; তার পিতা-মাতাই তাকে ইহুদি, খ্রিষ্টান বা মজুসি বানায়।” — সহিহ বুখারি

২. নামাজের শিক্ষা ও অভ্যাস গড়ে তোলা
নামাজ নৈতিকতার মূল উৎস— এটি আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, চরিত্রকে শুদ্ধ রাখে।
হাদীস:

“তোমরা সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামাজের নির্দেশ দাও...” — আবু দাউদ

৩. সত্যবাদিতা শেখানো
সত্য কথা বলা ইসলামে সর্বোচ্চ নৈতিক গুণ।
কুরআন:

“হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাকো।” — সূরা আত-তাওবা ১১৯
হাদীস:
রাসুল ﷺ বলেন— “সত্য নেকীর দিকে নিয়ে যায়, আর নেকী জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়।” — বুখারি

৪. আদব ও আচরণ শেখানো
ইসলাম কেবল ইবাদত নয়, সুন্দর আচরণও।
সালাম দেওয়া
বড়দের সম্মান করা
ছোটদের স্নেহ করা
কথা বলার শিষ্টাচার
খাবার খাওয়ার আদব
অতিথি আপ্যায়ন

“আমি উৎকৃষ্ট চরিত্র পূর্ণতা দানের জন্যই প্রেরিত হয়েছি।” — মুসনাদ আহমদ

৫. হালাল-হারামের জ্ঞান দেওয়া
নৈতিক চরিত্র গঠনে হালাল জীবিকা ও হালাল-হারামের বোধ অত্যন্ত জরুরি

“হে রাসুল! তুমি পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল কর এবং অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম কর।” — সূরা আল-আরাফ ১৫৭

৬. শালীনতা ও পবিত্রতার শিক্ষা
হায়া (লজ্জাশীলতা) হলো ঈমানের একটি অংশ।

হাদীস:

“হায়া ঈমানের একটি শাখা।” — বুখারি

সন্তানকে পর্দা, আচরণ ও সামাজিকতা সম্পর্কে ইসলামী শিষ্টাচার শেখানো পিতা-মাতার দায়িত্ব।

৭. নৈতিক পরিবেশ তৈরি করা

সন্তানের চরিত্র গঠনের জন্য ঘরোয়া পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পিতা-মাতা নিজেরাই নৈতিকতায় আদর্শ হবেন।ঘরে অশ্লীলতা, ঝগড়া, গীবত ইত্যাদি দূর রাখা।নেক লোকদের সাথে মেলামেশা করানো

“সৎ লোকদের সাথে বসো।” — সূরা আল-কাহফ ২৮

৮। ভালো সঙ্গ ও বন্ধুত্বে উৎসাহ দেওয়া

খারাপ সঙ্গ চরিত্র নষ্ট করে; ভালো সঙ্গ চরিত্র নির্মাণ করে।

“ভালো ও খারাপ সঙ্গীর উদাহরণ মাশকের বিক্রেতা ও লোহা ফোলোয়ানোর মতো...” — বুখারি

৯. ধৈর্য, কোমলতা ও ভালোবাসায় সংশোধন করা

সন্তানকে মারধর বা অপমান করে নয়; বরং জ্ঞান, ধৈর্য ও ভালোবাসায় চরিত্র শিক্ষা দিতে হবে।

“তোমরা জ্ঞান ও উত্তম উপদেশের মাধ্যমে তোমার পরিবারকে বোঝাও।”

১০. দোয়ার মাধ্যমে নৈতিক শক্তি বৃদ্ধি

সন্তানদের জন্য দোয়া করা পিতা-মাতার দায়িত্ব ও সুন্নত।

“হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদেরকে আমাদের চোখের শীতলতা দান করো এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের জন্য আদর্শ বানাও।” — সূরা ফুরকান ৭৪

সন্তানকে লুকমান আ: এর দেয়া উপদেশ শিক্ষা দেয়া যেতে পারে।

বিভিন্ন তাফসীর কারক লুকমান হাকিমের উপদেশগুলো বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ করেছেন। তার মধ্য হতে কিছু নিম্নে উল্লেখ করা হল-

.

● উপদেশ- ১

.

লুকমান তার পুত্রকে প্রথমে যে উপদেশটি দেন, তা হল,

.

. يابني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم

'হে বৎস! আল্লাহর সাথে শরীক করো না। নিশ্চয়ই শিরক বড় জুলুম।' [২]

.

● উপদেশ- ২

.

وَ وَصَّيۡنَا الۡاِنۡسَانَ بِوَالِدَيۡهِ ۚ حَمَلَتۡهُ اُمُّهٗ وَهۡنًا عَلٰى وَهۡنٍ وَّ فِصٰلُهٗ فِىۡ عَامَيۡنِ اَنِ اشۡكُرۡ لِىۡ وَ لِوَالِدَيۡكَ ؕ اِلَىَّ الۡمَصِيۡرُ ,★و وصينا الانسان بوالديه ۚ حملته امهٗ وهنا على وهن و فصلهٗ فى ★عامين ان اشكر لى و لوالديک الى المصير

.

আর আমি মানুষকে তার মাতাপিতার ব্যাপারে (সদাচরণের) নির্দেশ দিয়েছি। তার মা কষ্টের পর কষ্ট ভোগ করে তাকে গর্ভে ধারণ করে। আর তার দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে; সুতরাং আমার ও তোমার পিতা-মাতার শুকরিয়া আদায় কর। প্রত্যাবর্তন তো আমার কাছেই। [৩]

.

অতঃপর আল্লাহ্ তা'আলা প্রসঙ্গক্রমে পিতা-মাতা সম্পর্কে তার নির্দেশের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সন্তানের উপর পিতা-মাতার অধিকারের কথা, তারা মুশরিক হলে তাদের প্রতি সদাচরণের কথা এবং তাদের (বাতিল) দ্বীন কবুল করার ব্যাপারে তাদের আনুগত্য না করার কথা উল্লেখ করেছেন।

● উপদেশ- ৩

.

يٰبُنَىَّ اِنَّهَاۤ اِنۡ تَكُ مِثۡقَالَ حَبَّةٍ مِّنۡ خَرۡدَلٍ فَتَكُنۡ فِىۡ صَخۡرَةٍ اَوۡ فِى السَّمٰوٰتِ اَوۡ فِى الۡاَرۡضِ يَاۡتِ بِهَا اللّٰهُ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَطِيۡفٌ خَبِيۡرٌ ﴿۱۶﴾يبنى انها ان تک مثقال حبة من خردل فتكن فى صخرة او فى السموت او فى الارض يات بها الله ان الله لطيف خبير

.

‘হে আমার প্রিয় বৎস, নিশ্চয় তা (পাপ-পুণ্য) যদি সরিষা দানার পরিমাণ হয়, অতঃপর তা থাকে পাথরের মধ্যে কিংবা আসমানসমূহে বা যমীনের মধ্যে, আল্লাহ তাও নিয়ে আসবেন; নিশ্চয় আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ’। [৪]

.

লুকমান হাকিম সন্তান কে মানুষের প্রতি জুলুম করতে বারণ করলেন, যদিও তা সর্ষে পরিমাণ হয়, এমনকি তা দরজা জানালাহীন কিংবা ছিদ্র বিহীন কঠিন পাথরের মধ্যে রাখা হলেও আল্লাহ্ তা'আলা সেটি সম্পর্কে অবগত থাকেন।

.

● উপদেশ- ৪

.

★يٰبُنَىَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ

লুকমান তাঁর পুত্রকে বলল- 'হে বৎস! নামায কায়িম কর।'[৫]

.

● উপদেশ- ৫

.

★وَ اۡمُرۡ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ انۡهَ عَنِ الۡمُنۡكَرِ وَ اصۡبِرۡ عَلٰى مَاۤ اَصَابَكَ

.

এরপর লুকমান হাকিম তাঁর পুত্রকে বললেন- 'সৎকর্মের নির্দেশ দিবে আর অসৎ কর্ম নিষেধ করবে এবং বিপদে আপদে ধৈর্যধারণ করবে।'[৬]

.

● উপদেশ- ৬

.

★و لَا تُصَعِّرۡ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَ لَا تَمۡشِ فِى الۡاَرۡضِ مَرَحًا ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخۡتَالٍ فَخُوۡرٍ ★
★لا تصعر خدک للناس و لا تمش فی الارض مرحا ان الله لا یحب کل مختال فخور

.

‘আর তুমি মানুষের দিক থেকে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না। আর যমীনে দম্ভভরে চলাফেরা করো না; নিশ্চয় আল্লাহ কোন দাম্ভিক, অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না’[৭]

.

অর্থাৎ:লুকমান হাকিম তাঁর পুত্রকে আরো বললেন- 'অহংকারবশত তুমি মানুষকে অবজ্ঞা করো না এবং পৃথিবীতে উর্ধ্বভাবে বিচরণ করো না। কারণ, আল্লাহ্ কোন উদ্ধত অহংকারীকে পছন্দ করেন না।'

.

● উপদেশ- ৭

.

اقْصِدْ فِیْ مَشْیِکَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِکَ ؕ اِنَّ اَنْکَرَ الْاَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِیْرِ ★و اقصد فی مشیک و اغضض من صوتک ان انکر الاصوات لصوت الحمیر ★

.

'আর তোমার চলার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর, তোমার আওয়াজ নীচু কর; নিশ্চয় সবচাইতে নিকৃষ্ট আওয়াজ হল গাধার আওয়াজ'। [৮]

.

সালাফদের উক্তি হতে,

.

• ইমাম আবী হাতিম কাসিম ইবনে মুখায়মারা থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন, লুকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, 'হে বৎস! হিম্মত ও প্রজ্ঞা দরিদ্রদেরকে রাজার আসনে বসিয়েছে'।

.

• আওন ইবনে আব্দুল্লাহ থেকে বর্ণিত, লুকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, 'হে বৎস! তুমি কোন মজলিশে উপস্থিত হলে ইসলামের রীতি অর্থাৎ সালাম দ্বারা তাদের অন্যায় জয় করবে। তারপর মজলিশের একপাশে বসে পড়বে। ওদের কথা বলার পূর্বে তুমি কোন কথা বলবে না। তারা আল্লাহর যিকর ও আল্লাহ্ সম্পর্কে আলোচনায় নিয়োজিত হলে তুমি তাদের সাথে আলোচনায় অংশ নিবে। তারা যদি অন্য কোন বিষয়ে আলোচনা করে তবে তুমি তাদেরকে ত্যাগ করে অন্যদের কাছে চলে যাবে।'

.

• দাউদ ইবনে রশীদ আবু উছমান সূত্রে বলেন, লুকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, 'মূর্খদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী হয়ো না। তাহলে সে মনে করবে যে, তার কর্মে তুমি সন্তুষ্ট।'

.

• আব্দুস সামাদ কাতাদা সূত্রে বলেন, লুকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, 'হে বৎস! মন্দ থেকে দূরে থাক। তাহলে মন্দ তোমা হতে দূরে থাকবে। কারণ মন্দের জন্যেই মন্দের সৃষ্টি।'

.

• আবু মুআবিয়া উরওয়া সূত্রে বলেন, হযরত লুকমানের প্রজ্ঞাপূর্ণ বক্তব্যে আছে, 'হে বৎস! অতিরিক্ত মাখামাখি পরিহার করবে। কারণ, অতিরিক্ত মাখামাখি ঘনিষ্ঠজনকে ঘনিষ্ঠজন থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। এবং প্রজ্ঞাকে ঠিক তেমনি বিলুপ্ত করে দেয়, যেমনটি আগে উচ্ছ্বাস করে থাকে। হে বৎস! অতি ক্রোধ বর্জন কর, কারণ তা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির অন্তঃকরণকে ধ্বংস করে দেয়।'

.

• সুফয়ান বলেন, লুকমান তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন, 'হে বৎস! নীরবতা অবলম্বন করে আমি কখনো লজ্জিত হইনি। কথা বলা যদি রূপা হয় তবে নীরব থাকা হচ্ছে সোনা।'

.

• সুফিয়ান ইবন উয়ায়না বলেন, লুকমান (আ) কে বলা হল, নিকৃষ্টতম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, 'যে ব্যক্তি এ কথার পরোয়া করে না যে, লোকে তাকে মন্দ কার্যে লিপ্ত দেখবে।[৯]

৪।সন্তানের স্কুল জীবনের গাইডলাইন:

শিশুদের উত্তম প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করে দেয়া বাবা মায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব।এমন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করতে হবে যেখানে কেবল জেনারেল লাইনের শিক্ষাই নয় এর পাশাপাশি দ্বীনি লাইনের শিক্ষাও দেয়া হয়।বর্তমানে অনেক উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে ইংলিশ মিডিয়ামের পাশাপাশি শিশুদের ছোট থেকে হিফয শিখানো হয়।এরকম প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে ভর্তি করা যেতে পারে। এতে করে শিশু দুনিয়ার জীবন এবং পরকাল উভয় জগতের জন্য শিক্ষা অর্জন করতে সক্ষম হবে।

অপসংস্কৃতি শেখানো হয় এমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে শিশুকে দূরে রাখতে হবে।

বাচ্চারা কেমন বন্ধু নির্বাচন করছে সে বিষয়ে বাবা মাকে সচেতন হতে হবে।খারাপ অসৎ বন্ধু থেকে সন্তানকে দূরে রাখতে হবে।

বাচ্চাদেরকে নিয়ম অনুযায়ী রুটিন মাফিক জীবন পরিচালনার অভ্যাস গড়ে দিতে হবে,সঠিক সময়ে ঘুম,খাওয়া,নামায,পড়া ইত্যাদি করায় অভ্যস্ত করতে হবে।সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করা ছাড়া জীবনে উন্নতি সম্ভব নয়।

শিশুকাল থেকেই বাচ্চাদের ইসলামিক সংস্কৃতি শিখাতে হবে।বাড়িতে নিয়মিত সালামের চর্চা করতে হবে।শিশুরা অনুকরণপ্রিয় তারা দেখে শিখে।বাড়ীতে বেশিবেশি সালামের চর্চা থাকলে সন্তানের মাঝেও এই গুণ রপ্ত হয়ে যাবে।

মেয়ে সন্তানকে পর্দার বিষয়ে একদম ছোট থেকেই শিক্ষা দিতে হবে এবং ছেলে সন্তানকে নজরের হিফাজত করার শিক্ষা দিতে হবে।

১০বছর বয়স থেকেই সন্তানের বিছানা আলাদা করে দিতে হবে।ছেলেদের একদম ছোট থেকেই মসজিদের সাথে সম্পর্ক জুড়ে দিতে হবে এতে করে উপযুক্ত বয়সে সন্তান জামায়াতে সালাত আদায়ে অভ্যস্ত হবে।

সন্তানকে পরিশ্রম করা শিখাতে হবে এবং অলসতা পরিহার করার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। সন্তানের সামর্থের অর্ধেক খরচ করতে হবে এতে করে শিশুরা মিতব্যয়ী হওয়ার শিক্ষা পাবে নইলে শিশুরা বিগড়ে যেতে পারে।বাচ্চাকে যতটুকু সময় দেয়া দরকার তার দ্বিগুণ সময় দিতে হবে।এক্ষেত্রে বাবা-মা উভয়েরই সময় দেয়া আবশ্যক।এতে সন্তানের মানসিক বিকাশ সঠিকভাবে হবে।

শিশুদের ডিজিটাল ডিভাইস যেমন ফোন,টিভি,ল্যাপটপ,কম্পিউটার ইত্যাদি থেকে দূরে রাখতে হবে।বাবা-মায়ের ও উচিত হবেনা অযথা ডিভাইসে সময় নষ্ট করা এতে করে সন্তানের মাঝেও এই খারাপ অভ্যাস গড়ে উঠতে পারে।

পরিবারে পারিবারিক বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হবে, নিয়মিত পারিবারিক তালিমের ব্যবস্থা করতে হবে।এর মাধ্যমে বাড়িতে দ্বীনি পরিবেশ সৃষ্টি হবে এবং প্রত্যেক সদস্যের ঈমান বৃদ্ধি পাবে এবং দ্বীনি ইলম অর্জনে শিশুরা আগ্রহী হবে।

সন্তানকে পসিটিভ লার্নিং শিখাতে হবে,পজিটিভ এপ্রোচ করতে হবে।এতে করে তাদের মেন্টালিটি নেগেটিভ হবেনা।

কোন ভুল করলে গালিগালাজ কিংবা মারধর না করে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে বলতে হবে

শিশুদের বইমুখী করতে হবে।বই পড়া শিশুদের মস্তিস্কের বিকাশ ঘটায় এবং কল্পনাশক্তি বাড়ায়। এতে তার ভাষাগত দক্ষতা বাড়ে, আবেগের বিকাশ ঘটে। বই পড়ার অভ্যাস শিশুর মধ্যে সম্পর্কের বন্ধনকে শক্তিশালী করে। বই পড়লে শিশু নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হয় এবং তাদের শব্দভাণ্ডার বাড়ে। কিন্তু তারা এমন একটি বিশ্বে বাস করছে যেখানে বই পড়ার অভ্যাস কমে গেছে, ইন্টারনেট দেখে তারা সবকিছু জানতে চায়।

বই পড়ার অভ্যাস শিশুর মধ্যে সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে এবং কল্পনাশক্তি বাড়ায়। এ কারণে শিশুর মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তুলতে বাবা-মাকে ভূমিকা রাখতে হবে। এজন্য কিছু বিষয় অনুসরণ করতে পারেন। যেমন-

১. শিশুকে পাশে বসিয়ে জোরে জোরে বই পড়ে শোনাতে হবে।

২. বই পড়ার জন্য একটি পরিবেশ তৈরি করতে হবে,বাড়িতে ১টি পারিবারিক লাইব্রেরি করা যেতে পারে।

৩. প্রতিদিন একটি নির্দিষ্ট সময় শিশুকে বই পড়ে শোনানোর চেষ্টা করা ফলপ্রসূ হতে পারে।

৪. যে বয়সে শিশুর জন্য যে ধরনের বই উপযোগী তা বাছাই করে তাকে পড়তে দেয়া উচিত।

৫. শিশুরা বাবা-মায়ের দ্বারাই প্রভাবিত হয়। এ কারণে শিশুদের স্ক্রীন টাইম সীমিত করতে হবে এবং বই পড়ার মাধ্যমে যাতে তাদের মানসিক বিকাশ হয় সেই অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

একটি সুস্থ পারিবারিক পরিবেশের নিচের বৈশিষ্ট্যগুলো থাকা উচিত

- পরিবারে একটি সুন্দর ইসলামিক পরিবেশ বিরাজ করবে,যেখানে প্রত্যেক সদস্য আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলার চেষ্টা করে।ধার্মিকতার দিক থেকে প্রত্যেকে নিজ অবস্থান থেকে উপরে উঠার চেষ্টা করে।
- কিশোর সন্তানেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাবা মাকে অনুকরণীয় আদর্শ বলে মনে করে।আর বাবা মায়েরাও সত্যিকারেই সন্তানদের আস্থা পাবার যোগ্য।

- সন্তানদের লালনপালনের উপায় নিয়ে বাবা মায়ের মধ্যে একত্মতা থাকে।
- বাড়ির ভিতরের জায়গা টুকু পরিবারের সদস্যদের বসবাসের জন্য যথেষ্ট হয়।
- সন্তানেরা বাসায় ফিরতে আনন্দ অনুভব করে।বাবা-মায়ের কাছাকাছি থাকতে পছন্দ করে।
- পরিবারের ছোট-বড় সবাই সাফল্য অর্জনে সচেষ্ট থাকে।
- পরিবারের সদস্যরা পারিবারিক বিষয়াদি ও পরষ্পরের অভাব-অভিযোগের ব্যাপারে সচেতন থাকে।অন্য পরিবারের বিষয়ে গল্পগুজব,নিন্দা ও কুৎসা রটনায় মত্ত থাকেনা।
- পরিবারের সদস্যরা একে অপরের প্রতি যথেষ্ট পরিমাণ সহানুভূতিশীল ও যত্নশীল হয়ে থাকে।
- পরিবারের সদস্যদের প্রত্যেকে নিজ নিজ ভুলের জন্য ক্ষমা চাইতে প্রস্তুত থাকে।
- পরিবারের সফল ও কৃতী সদস্যদের উৎসাহ দেয়া হয় ও তুলনামূলক দূর্বল সদস্যদের হতাশা,নিরাশা এড়িয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুপ্রেরণা দেয়া হয়।

৫।সন্তানের কলেজ বা ইউনিভার্সিটি জীবনের গাইডলাইন :

১. ঈমান ও নৈতিকতা দৃঢ় রাখা

কলেজ–ইউনিভার্সিটি বয়স হলো চরিত্র গঠনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। তাই—
নামাজ পাঁচ ওয়াক্ত সময়মতো আদায় করা (কোরআন: সূরা আনকাবূত 29:45)
হালাল–হারাম সম্পর্কে জ্ঞান রাখা
সৎ সঙ্গ গ্রহণ এবং খারাপ সঙ্গ ত্যাগ (হাদীস: মানুষ তার বন্ধুর দ্বীন অনুসরণ করে)
নিয়ত শুদ্ধ রাখা—জ্ঞান অর্জন আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য

২. দুনিয়াবী ও দীনি জ্ঞানকে সমান্তরাল রাখা

দুনিয়ার বিদ্যা (ইঞ্জিনিয়ারিং/মেডিকেল/বিজনেস/আর্টস) যেমন দরকার,
তেমনি **মৌলিক ইসলামিক জ্ঞান**—ফরজ ইল্‌ম, আকাইদ, ফিকহ, আখলাক—অবশ্যই জানা উচিত।
সপ্তাহে কিছু সময় কুরআন তিলাওয়াত ও অর্থ–তাফসির পড়ার অভ্যাস।

৩. পড়াশোনায় শৃঙ্খলা ও দায়িত্বশীলতা

ইসলাম শিক্ষার গুরুত্ব দিয়েছে—

"যে ব্যক্তি জ্ঞান অন্বেষণে বের হয়, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করেন" (হাদীস: মুসলিম)

সময় ব্যবস্থাপনা

লক্ষ্য নির্ধারণ

নিয়মিত ক্লাস–অ্যাসাইনমেন্ট

পরীক্ষায় সৎভাবে অংশগ্রহণ (নকল সম্পূর্ণ হারাম)

৪. চরিত্র ও আচরণে ইসলামের সৌন্দর্য

শিক্ষকদের সম্মান, সহপাঠীদের প্রতি সৌজন্য

কারো উপহাস, অপমান, অন্যায় প্রতিযোগিতা থেকে বিরত থাকা

আমানতদারী ও সততা বজায় রাখা

গীবত, মিথ্যা, অশ্লীল আলাপ এড়িয়ে চলা

৫. শালীনতা ও পর্দা

ছেলে–মেয়ে—উভয়ের জন্য দৃষ্টি সংযত রাখা (কোরআন: সূরা নূর 30–31)

অপ্রয়োজনীয় মিক্সিং, হালকা আলাপ, ঘনিষ্ঠতা এড়িয়ে চলা

পোশাকে শালীনতা বজায় রাখা

সামাজিক মিডিয়া ব্যবহারে সতর্কতা

৬. হালাল উপার্জন ও আর্থিক সচেতনতা

পার্ট-টাইম কাজ করলে যেন হালাল হয়

সুদ–সুদভিত্তিক লেনদেন এড়িয়ে চলা

অপ্রয়োজনীয় খরচ না করা

পিতামাতার কষ্ট ও রিযিকের মূল্য বোঝা

৭. স্বাস্থ্য, মানসিক শক্তি ও সময় ব্যবস্থাপনা

নিয়মিত ব্যায়াম, হালাল খাদ্য গ্রহণ
মানসিক চাপ হলে দোআ, ইস্তেগফার, নামাজ—আত্মিক শক্তি বাড়ায়
রাত জেগে অপ্রয়োজনীয় কাজ না করে পড়াশোনার জন্য সময় ব্যবহার

৮. বন্ধু নির্বাচন ও পরিবেশ

সৎ, পরহেজগার, পরিশ্রমী বন্ধু নির্বাচন
নাস্তিকতা, মাদক, অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকা
"যে বাতাসে থাকে, সেই বাতাসের রং লাগে"—পরিবেশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

৯. কলেজ-ক্যাম্পাসের ফিতনা থেকে বাঁচার উপায়

ক্লাব/ইভেন্ট নির্বাচনে সতর্কতা
প্রেম-ভালবাসার জটিলতা থেকে দূরে থাকা
ইন্টারনেট-মোবাইল ব্যবহারে আত্মনিয়ন্ত্রণ
কোনোরূপ জুলুম-র‍্যাগিং-হয়রানিতে অংশ না নেওয়া

১০. দোআ, ইস্তেগফার ও আল্লাহর ওপর ভরসা

পড়ালেখার আগে-পরে দোআ
বিপদে-চাপে ইস্তেগফার
কর্মজীবন, ভবিষ্যত—সব বিষয়ে আল্লাহর ওপর নির্ভরতা

১১. ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা (Career Planning)

নিজ লক্ষ্য নির্ধারণ: ৪ বছরের মধ্যে কী অর্জন করতে চান
দক্ষতা উন্নয়ন: ভাষা, কম্পিউটার, নেতৃত্ব, ইসলামিক নৈতিকতা
হালাল পেশা নির্বাচন

১২. পিতামাতার সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখা

নিয়মিত খোঁজ নেওয়া
তাদের দোআ নেওয়া—পিতামাতার দোআ সফলতার মূল চাবি
তাদের প্রতি শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা

১৩।সন্তানের উপযুক্ত বয়স হলে দ্রুত বিবাহ সম্পাদন:

যুবকদের অন্যতম সমস্যা হল, সময়মত বিবাহ না করা। এটি একটি মারাত্মক সমস্যা, যার কারণে যুব সমাজকে এত বেশি ও অসংখ্য ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, যা কেবল আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। বিবাহ না করার তারা বিভিন্ন কারণ দেখায়। যেমন-

এক- তাড়া-তাড়ি বিবাহ করলে, পড়া লেখার ক্ষতি এবং ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়।

দুই- দ্রুত বিবাহ করা দ্বারা তার উপর স্ত্রী সন্তানের খরচ করার দায়িত্ব বর্তায়, যা তার জন্য কঠিন হয়।

তিন- যুবকদের বিবাহ করা হতে দূরে থাকার সবচেয়ে ক্ষতিকর বিবাহ করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা তৈরি করা। যেমন, অধিক খরচ, যা অনেক সময় একজন যুবক বহন করতে সক্ষম হয় না। এটি আমার দৃষ্টিতে যুবকদেরকে বিবাহ হতে দূরে রাখার সবচেয়ে বড় সমস্যা ও প্রতিবন্ধকতা।
প্রথমত: বিবাহ করার মধ্যে একজন যুবকের জন্য কি কি কল্যাণ, সাওয়াব, নেকী ও গুণাগুণ রয়েছে, তার বর্ণনা যুবকদের সামনে তুলে ধরতে হবে। দুনিয়াতে সব কিছুরই ভালো ও খারাপ দিক রয়েছে। অনুরূপভাবে বিবাহও। আমি বলি না যে, এর কোনো খারাপ দিক নাই। কিন্তু বিবাহের ভালো দিক, খারাপ দিকের তুলনায় অধিক উত্তম, ভালো, কল্যাণকর ও অগ্রগণ্য। সুতরাং, একজন যুবককে বিবাহের কল্যাণকর দিকগুলো বুঝাবে এবং বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ দেবে, যাতে তারা বিবাহের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

বিবাহের উপকারিতা:

এক- বিবাহ লজ্জাস্থানের হেফাযত এবং চোখের হেফাযত। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، عَلَيْكُمْ بِالبَاءَةِ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمُ البَاءَةَ» «فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وِجَاءٌ

"হে যুব সমাজ! তোমাদের মধ্যে যার ক্ষমতা আছে, সে যেন বিবাহ করে। কারণ, এটি চোখের জন্য নিরাপদ এবং লজ্জা-স্থানের হেফাযত। আর যদি কোনো ব্যক্তি অক্ষম হয়, সে যেন রোযা রাখে। কারণ, রোযা তার জন্য প্রতিষেধক"।[1]

বর্তমানে আমাদের এ যুগে অধিকাংশ যুবকই বিবাহ করতে সক্ষম। সুতরাং, তাদের বিবাহের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার গড়িমসি করা উচিত নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ هُمۡ لِفُرُوجِهِمۡ حَٰفِظُونَ ٢٩ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزۡوَٰجِهِمۡ أَوۡ مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُهُمۡ فَإِنَّهُمۡ غَيۡرُ مَلُومِينَ ٣٠ ﴾ [المعارج :٢٩، ٣٠]

আর যারা তাদের যৌনাঙ্গসমূহের হিফাযতকারী, তবে তাদের স্ত্রী ও তাদের ডান হাত যাদের মালিক হয়েছে, সে দাসীগণের ক্ষেত্র ছাড়া। তাহলে তারা সে ক্ষেত্রে নিন্দনীয় হবে না।[2]

বিবাহ লজ্জা-স্থানের জন্য নিরাপদ। অর্থাৎ বিবাহ তোমাকে মহা ক্ষতি-লজ্জা-স্থানের বিপদ-থেকে নিরাপত্তা দেবে। কারণ, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, বিবাহ লজ্জা-স্থানের হেফাজত এবং চোখের নিরাপত্তা। বিবাহ একজন যুবকের চোখকে ঠাণ্ডা করে এবং বিবাহ করার কারণে একজন যুবক এদিক সেদিক তাকায়-না অথবা আল্লাহ যা নিষেধ করেছেন তার প্রতি কোনো প্রকার কর্ণপাত করে না। কারণ, আল্লাহ তা'আলা তাকে হালালের মাধ্যমে হারাম হতে ফিরিয়ে নিয়েছে এবং তার অনুগ্রহ ও দয়া দ্বারা অন্য সবকিছু হতে তাকে যথেষ্ট করেছে।

দুই- বিবাহ দ্বারা আত্মার তৃপ্তি ও প্রশান্তি লাভ হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ ٢١ ﴾ [الروم :٢١]

"আর তার নিদর্শনা বলীর মধ্যে রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের থেকেই স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে প্রশান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে ভালবাসা

ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এর মধ্যে নির্দেশাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য যারা চিন্তা করে”।[3]

যখন কোনো যুবক বিবাহ করে, তখন তার খারাপ আত্মা ও কু-প্রবৃত্তি খামুশ হয়ে যায়, দিক-বেদিক ছুটা-ছুটি করা হতে বিরত থাকে এবং তার অন্তর প্রশান্তি পায়। একজন যুবক অনেক সময় দুশ্চিন্তা ও পেরেশানিতে থাকে। কিন্তু যখন সে বিবাহ করে, তখন তার আত্মা শান্তি ও নিরাপদ থাকে। মোটকথা, বিবাহ করা, একজন যুবকের জন্য অসংখ্য কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে।

দ্রুত বিবাহ করার উপকারিতা:
দ্রুত বিবাহ করার অন্যতম উপকারিতা হল, সন্তান লাভ করা যা একজন মানুষের চোখের শীতলতা। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন,

﴿وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا٧٤ ﴾ [الفرقان: ٧٤]

“আর যারা বলে, ‘হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন’।[4]

আয়াত দ্বারা বুঝা যায় স্ত্রী সন্তানরা মানুষের চোখের শীতলতা। কারণ, আল্লাহ তা‘আলা জানিয়ে দেন যে, বিবাহের দ্বারা চোখের শীতলতা লাভ হয়। এ আয়াতে আল্লাহ তা‘আলা যুবকদের বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ দেন এবং বিবাহ করার জন্য সাহস দেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরও বলেন,

﴿هَبۡ لَنَا مِنۡ أَزۡوَٰجِنَا وَذُرِّيَّٰتِنَا قُرَّةَ أَعۡيُنٖ وَٱجۡعَلۡنَا لِلۡمُتَّقِينَ إِمَامًا ٧٤﴾ [الفرقان: ٧٤]

“আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে। আর আপনি আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানিয়ে দিন’।[5]

অনুরূপভাবে আল্লাহ তা‘আলা আরও বলেন,

﴿ٱلۡمَالُ وَٱلۡبَنُونَ زِينَةُ ٱلۡحَيَوٰةِ ٱلدُّنۡيَاۖ وَٱلۡبَٰقِيَٰتُ ٱلصَّٰلِحَٰتُ خَيۡرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابٗا وَخَيۡرٌ أَمَلٗا ٤٦﴾ [الكهف: ٤٦]

"সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের শোভা। আর স্থায়ী সৎকাজ তোমার রবের নিকট প্রতিদানে উত্তম এবং প্রত্যাশাতেও উত্তম"[6]।

সন্তান-সন্ততি দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য। আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয়, সন্তান দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য। আর মানুষ দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্যের প্রেমিক। একজন মানুষ যেভাবে ধন-সম্পদ তালাশ করে অনুরূপভাবে সে সন্তান-সন্ততিও তালাশ করে। কারণ, মাল যেমন দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য এমনিভাবে সন্তানও দুনিয়ার জীবনের সৌন্দর্য। আর আখিরাতে নেক সন্তানের নেক আমলের সাওয়াব মাতা-পিতার উপরও বর্তাবে। যেমন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ، وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ»

"যখন আদম সন্তান মারা যায় তখন তার তিনটি আমল ছাড়া সব আমলের সাওয়াব বন্ধ হয়ে যায়। উপকারী ইলম যা দ্বারা মানুষ উপকার লাভ করতে থাকে, সদকায়ে জারিয়া এবং নেক সন্তান যারা তাদের জন্য দু'আ করতে থাকে"।[7] সুতরাং সন্তান-সন্ততির মধ্যে দুনিয়ার জীবন ও আখিরাতের জীবন উভয় জাহানের কল্যাণ নিহিত রয়েছে। অনুরূপভাবে যৌবনের শুরুতে বিবাহ করা দ্বারা যখন অধিক সন্তান লাভ হবে, তখন উম্মতে মুসলিমার সংখ্যা ও মুসলিম সমাজের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আর মানুষ ইসলামী সমাজ গঠনের বিষয়ে অবশ্যই দায়িত্বশীল। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»

"তোমরা বিবাহ কর এমন স্ত্রীদের যারা অধিক মহব্বত করে এবং অধিক সন্তান জন্ম দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কারণ কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের আধিক্যকে নিয়ে গর্ব করব"।

ইসলামের দৃষ্টিতে যুবক–যুবতী সন্তানের জন্য মা–বাবার উপদেশ :

যুবক ও যুবতী বয়স হলো জীবনের সবচেয়ে শক্তিশালী, সক্রিয় ও আবেগপূর্ণ সময়।এই বয়সেই চরিত্র, দায়িত্ববোধ, নৈতিকতা এবং ঈমানের ভিত্তি স্থায়ীভাবে গড়ে ওঠে। তাই ইসলামে তরুণ বয়সকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে এবং মা–বাবাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সন্তানদের এই বয়সে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে। মা–বাবার উপদেশ তরুণের জীবনে আলোর পথ দেখায়, তাকে সৎ পথে পরিচালিত করে এবং ভুল থেকে দূরে রাখে।

প্রথমত, যুব বয়সে নামাজ নিয়মিত জামায়াতে (ছেলেদের)প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি।নামাজ মানুষকে শৃঙ্খলা শেখায়,অন্তরে আল্লাহভীতি স্থাপন করে ও অশ্লীলতা ও মন্দকাজ থেকে দূরে রাখে। তাই মা–বাবার উচিত সন্তানকে বোঝানো যে নামাজ শুধু ইবাদত নয়—এটি জীবনের স্থিরতা, শান্তি ও সফলতার মূল চাবিকাঠি। নিয়মিত নামাজ একজন যুবকের আত্মিক শক্তি বাড়ায় এবং জীবনের সিদ্ধান্তগুলোকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

দ্বিতীয়ত, দৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ, পবিত্রতা রক্ষা ও হারাম থেকে দূরে থাকা যুবকদের প্রধান দায়িত্ব। আজকের সময়ের নানা ফিতনা—মোবাইল, ইন্টারনেট, অশ্লীলতা ও ভুল সম্পর্ক তরুণদের ঈমান নষ্ট করতে পারে। ইসলামে চোখ, কান ও হৃদয়কে হারাম থেকে রক্ষা করার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। সন্তানকে বোঝাতে হবে, যে নিজ দৃষ্টি ও আকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, সে-ই প্রকৃত শক্তিমান। আত্মসংযমই চরিত্রকে মহৎ করে।

উত্তম চরিত্র গঠনও ইসলামের প্রধান নির্দেশনা। রাসুল (সা.) বলেছেন তিনি উত্তম চরিত্র পরিপূর্ণ করতে পাঠানো হয়েছেন। তাই সততা, বিনয়, নম্রতা, ধৈর্য, সত্যবাদিতা—এই গুণগুলো যুব বয়সেই অর্জন করতে হয়। মা–বাবার উচিত সন্তানকে শেখানো যে সুন্দর চরিত্রই মানুষের প্রকৃত সৌন্দর্য এবং সমাজে সম্মানের কারণ।

নতুন প্রজন্মকে আরেকটি জরুরি উপদেশ হলো—সময়, জ্ঞান এবং সুযোগের সঠিক ব্যবহার। আল্লাহ বলেছেন, মানুষের জন্য সে-ই রয়েছে যার জন্য সে চেষ্টা করে। তাই এ বয়সে আলস্য, সময় নষ্ট করা বা উদ্দেশ্যহীন জীবন যাপন ক্ষতির কারণ। পড়াশোনা, দক্ষতা অর্জন, লক্ষ্য স্থিরকরণ এবং পরিশ্রম—এসব বিষয় মা–বাবা সন্তানের মাঝে গুরুত্বসহকারে অবহিত করতে হবে।

ভালো বন্ধু নির্বাচনও তরুণ জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন মানুষের চরিত্র, আচরণ ও ভবিষ্যৎ তার সঙ্গদোষের উপর নির্ভর করে। তাই সন্তানকে বলা উচিত, এমন সঙ্গ ত্যাগ

করো যা তোমাকে পাপে ডেকে আনে, এবং এমন বন্ধু গ্রহণ করো যিনি তোমাকে আল্লাহকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

রাগ ও আবেগ নিয়ন্ত্রণ করাও যুবকদের জন্য অপরিহার্য। রাসুল (সা.) বলেছেন, প্রকৃত শক্তিমান সে নয় যে কুস্তিতে জেতে, বরং সে-ই শক্তিমান যে রাগের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করে। মা–বাবা সন্তানের কাছে এটি স্পষ্ট করবেন যে আবেগের বশবর্তী হয়ে নেওয়া সিদ্ধান্ত কখনও কল্যাণ বয়ে আনে না।

তরুণদের জন্য হালাল উপার্জনের মানসিকতা গড়ে তোলা অত্যন্ত জরুরি। হারাম রিজিকে কোনো বরকত নেই। তাই পরিশ্রম, সততা ও হালাল জীবিকা ইসলামি জীবনের মূল ভিত্তি। মা–বাবার উচিত সন্তানকে শেখানো যে আল্লাহর উপর ভরসা রেখে সৎ পথে চললে রিজিকে বরকত আসে।

সমাজের উপকারে আসা, মানুষের জন্য কল্যাণকর হওয়া এবং নিজের দায়িত্ব পালন করা তরুণদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা। ইসলামে বলা হয়েছে, মানুষের মধ্যে উত্তম সে-ই, যে অন্যের উপকারে আসে। তাই সন্তানের মাঝে দয়াশীলতা, সহমর্মিতা ও মানবসেবা করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে।

সবশেষে, সম্পর্ক, পবিত্রতা ও বিবাহ–সংক্রান্ত বিষয়ে শরীয়তসঙ্গত পথই অনুসরণ করা জরুরি। হারাম সম্পর্ক অশান্তি আনে, আর হালাল সম্পর্ক জীবনে দেয় শান্তি, নিরাপত্তা ও বরকত। মা–বাবার উচিত সন্তানকে সঠিক সময়ে বিবাহের গুরুত্ব বোঝানো এবং শরীয়তসম্মত পথ বেছে নিতে উদ্বুদ্ধ করা।

এছাড়াও কিশোর কিশোরীদের কক্ষে টিভি,কম্পিউটার,ইন্টারনেট কানেকশন দেয়া যাবেনা।এসব থাকার কারণে তারা সবার চোখের আড়ালে গিয়ে অনৈতিক কাজে জড়িয়ে পরতে পারে।তবে আমাদেরকে আল্লাহতা'আলার কাছে সন্তানের পথনির্দেশ ও সুরক্ষার জন্য প্রতিনিয়ত দু'আ করতে হবে।আমরা অভিভাবকেরা সন্তানদের সুরক্ষার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে পারি।সন্তানদের সঠিক নির্দেশনা দেয়ার জন্য তাই আমাদের সর্বক্ষণ আল্লাহতা'আলার সাহায্যের প্রয়োজন।

কুরআনে রয়েছে—-

“আপনি যাকে চান তাকে হিদায়াত দিতে পারবেন না,বরং আল্লাহ যাকে চান তাকেই হিদায়াত দেন”

উপসংহার

আমাদের অস্তিত্বের প্রতিটি কণা আল্লাহর দান। জীবনের প্রতিটি বিন্দু আল্লাহর দয়া। তাই আমাদের অস্তিত্ব ও জীবন আল্লাহর কাছে ঋণী। আমাদের উপর আল্লাহর অফুরন্ত নিআমতরাজির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি নিআমত হল আমাদের সন্তানেরা। নিঃসন্তান দম্পতি কিংবা সন্তানহারা মাকে জিজ্ঞেস করলে বুঝা যায়, সন্তান কত বড় নিআমত!

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন-

وَ اللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا وَّ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ بَنِيْنَ وَ حَفَدَةً وَّ رَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُوْنَ وَ بِنِعْمَتِ اللّٰهِ هُمْ يَكْفُرُوْنَ.

আল্লাহ তোমাদেরই মধ্য হতে তোমাদের জন্য স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের স্ত্রীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র ও পৌত্রাদি সৃষ্টি করেছেন। আর ভালো-ভালো জিনিসের থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করেছেন। তবুও কি তারা ভিত্তিহীন জিনিসের প্রতি ঈমান রাখবে আর আল্লাহর নিআমতসমূহের অকৃতজ্ঞতা করবে?

সূরা নাহল (১৬) : ৭২

সম্পদের প্রাচুর্যে পূর্ণ একটি পরিবার। তবুও তারা বিষণ্ণ। কারণ তাদের কোল উজ্জ্বল করেনি কোনো ফুটফুটে শিশুর নিষ্পাপ হাসি। আল্লাহ যাকে দান করেন সে-ই কেবল অধিকারী হতে পারে এ নিআমতের।

ইরশাদ হয়েছে

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ، يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ، يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَآءُ الذُّكُوْرَ. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَّ اِنَاثًا، وَ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَآءُ عَقِيْمًا، اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ.

আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে চান কন্যা দেন এবং যাকে চান পুত্র দেন। অথবা দান করেন পুত্র ও কন্যা উভয়ই। আবার যাকে ইচ্ছা বন্ধ্যা করে দেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান।
সূরা শুরা (৪২) : ৪৯-৫০

সন্তান কোনো ভালো কাজ করলে, তাকে বলতে হবে,মাশা আল্লাহ, তুমি একটা ভালো কাজ করেছো।আল্লাহ তোমার প্রতি অনেক খুশি হয়েছেন; যারা ভালো কাজ করে আল্লাহ তাদের খুব ভালবাসেন। কোনো মন্দ কিছু করলে বলতে হবে এমন আর করবে না, এতে আল্লাহ তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

এভাবে তার মনে আল্লাহর প্রতি ভয় ও ভালবাসা সৃষ্টির চেষ্টা করতে হবে। তাহলে আশা করা যায়, সন্তান সাচ্চা মুমিন ও ভালো মানুষ হিসেবে গড়ে উঠবে, ইনশাআল্লাহ।
হে আল্লাহ! আপনি আমাদের সন্তানদের আপনার প্রিয় বান্দা হিসেবে কবুল করুন। তাদের প্রতি আমাদের কর্তব্য পালনের তাওফীক দান করুন।
আমিন

মোটকথা, সন্তান-সন্ততি পিতা-মাতার নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে আমানত। তাদের ঈমান-আকীদা, বোধ-বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, আমল-আখলাক, জীবন যাপন প্রভৃতির ব্যাপারে দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেওয়া মাতা-পিতার কর্তব্য।